ABSTRACT/PREFACE

গণনাট্য সংযের নাটক বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটি ওঠে সেটি হল 'গণনাট্য' বলতে কী বোঝায়? প্রাথমিকভাবে 'গণনাট্য' বলতে বোঝায় যে নাট্যআন্দোলন শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরবে এবং বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে তাকে প্রতিবাদী করে তুলবে। গণনাট্য জনগণের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে জনগণকে তাদের জীবনের সমস্যাগুলির কারণ ও সমাধান সম্পর্কে সচেতন করে একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা স্থাপনের আকাজ্ঞাকে মূর্ত করা গণনাট্য সংযের লক্ষ্য ছিল। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলার বুকে বামপন্থী আন্দোলনের গতিপথ পরিবর্তনের ফলে গণনাট্যের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রয়োগে বদল এসেছে। গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত নাটকগুলি সেই উদ্দেশ্যেই রচিত ও প্রযোজিত হয়েছিল। নাটকগুলিতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকলেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি তাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ফলে নাটকগুলি পৌনঃপুনিক, স্লোগানধর্মী ও একদেশদর্শী হয়ে পড়েছিল।

গণনাট্য সংঘের সার্বিক যাত্রাপথ, নাটকের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্বকে আমি একটি প্রস্তাবনা, ছ'টি অধ্যায় এবং শেষে উপসংহারের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছি। প্রথম অধ্যায় 'গণনাট্য সংঘ : সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষিত'-এ ভারতীয় গণনাট্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। তার সঙ্গে বাংলা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাসে : সূচনা, অগ্রগতি ও বিবর্তন (১৯৪৩-১৯৬৫ খ্রিঃ)'-এ আলোচ্য সময়কালে সংঘের উত্থান-পতন, নাট্যোৎসব আয়োজন, বিভিন্ন শাখার কার্যকলাপ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে গণনাট্য সংঘের যোগসূত্রকে প্রাসঙ্গিকভাবে বিবৃত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'গণনাট্য সংঘের নাটকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (১৯৪৩-৬৫)'-এ পাঁচটি পরিচ্ছেদের সাহায্যে নাটকগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, খাদ্য আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু পরিস্থিতি, সাধারণ নির্বাচন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সীমান্ত

b

সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় কীভাবে গণনাট্যের নাট্যপ্রযোজনায় প্রভাব ফেলেছিল, তা দেখানো হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় 'শ্রেণিচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণনাট্য সংঘের নাটক (১৯৪৩-৬৫)'-এ শ্রেণির ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের নাটকে উঠে আসা কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও প্রান্তিক জনজীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যয় 'গণনাট্য সংঘের তাত্ত্বিক চেতনা (১৯৪৩-৬৫)'-এ সংঘের নাট্যাদর্শ, বিদেশি নাট্যান্দোলনের প্রভাব, বিভিন্ন সম্মেনন ও তার ধারাবাহিক গতিপথ আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় 'গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চা : শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্র'-এ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়ে কীভাবে নাটকের শৈল্পিক মূল্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে। 'উপসংহার'-এ গণনাট্যের দীর্ঘ নাট্যচর্চার সাফল্য-ব্যর্থতোর খতিয়ান তুলে ধরে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে তার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

Arpan Das

09.05.2022

গবেষকের স্বাক্ষর

Hanking Bisin

10/05/2022

গবেষণা নির্দেশকের স্বাক্ষর

Uttamkumar Biswas Assistant Professor Department of Bengali Presidency University Kolkata - 700073

LIST OF PUBLISHED PAPER

"গণনাট্যসংঘ-প্রযোজিত নাটক (১৯৪৩-১৯৬৫) : আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব" শিরোনামে গবেষণাকর্মটি করার সময়কালে এই সংক্রান্ত আমার যে যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা হল—

১। গণনাট্য সংঘের নাটকে তেভাগা-কৃষক আন্দোলন

প্রকাশস্থান- 'এবং মহুয়া' পত্রিকা, ড. মদনমোহন বেরা (সম্পাদনা), ২৩তম বর্ষ, ১৩১ সংখ্যা, মার্চ ২০২১, পৃ: ৮০-৮৮, কে কে প্রকাশন, UGC Care Listed and Peer-Review Journal.

এই গবেষণাকর্মের মধ্যে দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে গণনাট্য সংঘের অবস্থান ও বিভিন্ন সমস্যার প্রেক্ষিতে গণনাট্যের নাট্যপ্রযোজনার স্বকীয়তার সন্ধান খুঁজে পেয়েছি। গণনাট্য সংঘের সাংগঠনিক ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলেও তাদের নাট্যচর্চার বৈশিষ্ট্য নিয়ে খুব বেশি আলোচনা চোখে পড়ে না। যদিও তাদের প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যেই সংঘের আদর্শ কিংবা শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব বিষয়টি লুকিয়ে রয়েছে। এই সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে বাংলার প্রেক্ষাপটে গণনাট্য সংঘের নাট্যচর্চার ইতিহাসকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরার সুযোগ হয়েছে।

20